বাংলাদেশে যৌন নির্যাতন, শোষণ বা যৌন হয়রানির (এসইএএইচ) রিপোর্ট গ্রহণ করা এবং তার জন্য সাড়াদান করা

RESOURCE & SUPPORT HUB

UK International Development

Partnership | Progress | Prosperity

সার্ভাইভার-কেন্দ্রিক পন্থা

নাগরিক সমাজ সংস্থা (সিএসও) যখন যৌন শোষণ ও নির্যাতন এবং যৌন হয়রানির (এসইএএইচ) কোনো অভিযোগ নিয়ে কাজ করবে তখন নির্যাতিত ব্যক্তি বা সার্ভাইভারের অধিকারগুলো যাতে সর্বদা বিবেচনা করা হয় তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। একে সার্ভাইভার-কেন্দ্রিক পন্থা বলা হয়। এর মানে হল নির্যাতিত ব্যক্তি বা সার্ভাইভারের:

- ðনিরাপত্তা এবং সুস্থতাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে
- ðতাদের সাথে সর্বদা মর্যাদাপূর্ণ এবং সম্মানজনক আচরণ করা হয়েছে
- ðসময়মত এবং সামগ্রিক সহায়তা তারা পেয়েছেন
- ðতাদের কথাগুলো গুছিয়ে বলার সক্ষমতা অর্জন করেছেন
- ðতাদের যেন নিজেদের গল্প বারবার পুনরাবৃত্তি করতে না হয় (তার ব্যবস্থা করা উচিত)
- ðপ্রতিষ্ঠানের থেকে কী ধরনের সহায়তা পেতে চান সেটি তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন
- ðতারা যেন এই বিশ্বাস রাখতে পারেন যে তাদের কেস গোপন রাখা হবে
- ðতারা যাতে কোনো রকমের বৈষম্যের শিকার না হন
- ðএই প্রক্রিয়া এবং তাদের যে সেবাগুলোর প্রয়োজন হতে পারে সেই সম্পর্কে তাদের তথ্য দেওয়া হয়েছে

এই ইনফোগ্রাফিকটি আইএএসসিজিবিভি নির্দেশিকা (২০১৫) থেকে নেয়াহয়েছে এবং আরএসএইচ কর্মীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে সম্বৃদ্ধ করা হয়েছে

সার্ভাইভার-কেন্দ্রিক পন্থা

নাগরিক সমাজ সংস্থা (সিএসও) যখন যৌন শোষণ ও নির্যাতন এবং যৌন হয়রানির (এসইএএইচ) কোনো অভিযোগ নিয়ে কাজ করবে তখন নির্যাতিত ব্যক্তি বা সার্ভাইভারের অধিকারগুলো যাতে সর্বদা বিবেচনা করা হয় তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। একে সার্ভাইভার-কেন্দ্রিক পন্থা বলা হয়। এর মানে হল নির্যাতিত ব্যক্তি বা সার্ভাইভারের:

- ðনিরাপত্তা এবং সুস্থতাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে
- ðতাদের সাথে সর্বদা মর্যাদাপূর্ণ এবং সম্মানজনক আচরণ করা হয়েছে
- ðসময়মত এবং সামগ্রিক সহায়তা তারা পেয়েছেন
- ðতাদের কথাগুলো গুছিয়ে বলার সক্ষমতা অর্জন করেছেন
- ðতাদের যেন নিজেদের গল্প বারবার পুনরাবৃত্তি করতে না হয় (তার ব্যবস্থা করা উচিত)
- ðপ্রতিষ্ঠানের থেকে কী ধরনের সহায়তা পেতে চান সেটি তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন
- ðতারা যেন এই বিশ্বাস রাখতে পারেন যে তাদের কেস গোপন রাখা হবে
- ðতারা যাতে কোনো রকমের বৈষম্যের শিকার না হন
- ðএই প্রক্রিয়া এবং তাদের যে সেবাগুলোর প্রয়োজন হতে পারে সেই সম্পর্কে তাদের তথ্য দেওয়া হয়েছে

এই ইনফোগ্রাফিকটি আইএএসসিজিবিভি নির্দেশিকা (২০১৫) থেকে নেয়াহয়েছে এবং আরএসএইচ কর্মীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে সম্বৃদ্ধ করা হয়েছে

রিপোর্ট গ্রহণ করা

যেকোনো কর্মীর কাছে সরাসরি এসইএএইচ এর রিপোর্ট বা অভিযোগ করা হতে পারে।
এই অভিযোগ বা রিপোর্ট কর্মীদলের অন্য কোনো সদস্য, সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মী, কার্যক্রমের অংশগ্রহণকারী বা আপনাদের সিএসও-র সাথে জড়িত অন্য যেকোনো ব্যক্তির কাছ থেকে আসতে পারে।
অভিযোগটি গ্রহণ করা এবং যিনি রিপোর্ট করছেন তাকে এমনভাবে সহায়তা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ যা তার জন্য উপযুক্ত এবং স্বাচ্ছন্দ্যকর হয়।

দেখুন

শুনুন

সংযোগ করুন

পন্থাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং মনে রাখা সহজ। এর লক্ষ্য হলো কঠিন অবস্থায় মানুষকে সহায়তা দেওয়া যাতে তারা শান্ত থাকতে পারেন এবং যারা তাদের সাহায্য করতে পারবেন তাদের সাথে সংযোগ করিয়ে দেয়া।

দেখুন

- নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও উদ্বেগ/আশঙ্কা রয়েছে কিনা লক্ষ্য করুন - সেই ব্যক্তি কি তখনো এসইএএইচ এর ঝুঁকিতে আছেন?
- জরুরী প্রয়োজনের দিকে নজর দিন - যেমন দেহে শারীরিক নির্যাতনের চিহ্ন থাকলে চিকিৎসা সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে
- মানসিক কষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখুন - শারীরিক ভাষা ও অভিব্যক্তির (বডি ল্যাঙ্গুয়েজ) দিকে নজর রাখুন, এটা শিশু বা মানসিক ট্রমা পেয়েছেন এমন মানুষদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা হয়ত নিজেদের কথা ঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারবেন না
- অন্য কোনও ব্যক্তি ঝুঁকিতে আছে কিনা লক্ষ্য করুন

শুনুন

- অভিযোগকারী অথবা নির্যাতিত ব্যক্তি/সার্ভাইভারের সাথে কথা বলুন - তাদের কথা বিশ্বাস করুন এবং তাদের আশ্বস্ত করুন
- তাদের কোনও জরুরি চাহিদা এবং আশঙ্কা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন
- আপনাকে যা বলা হচ্ছে সেটা শুনুন
- অবগত সম্মতি সংগ্রহ করুন এবং আলোচনাটি নথিভুক্ত করুন, তারা আপনাকে যে তথ্য জানিয়েছেন তা আপনি কীভাবে ব্যবহার করবেন সেটা তাদের জানান
- তারা রেফারেল চান কিনা জিজ্ঞাসা করুন

সংযোগ করুন

- যেসব সেবাগুলো পাওয়া যায় তার সম্পর্কে তথ্য প্রদান করুন - এর মধ্যে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সেবাগুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে
- জরুরি প্রয়োজনে সাহায্যে জন্য অন্যান্য সেবাগুলোতে রেফার করুন - এর জন্য আপনার ব্যবস্থাপক / আপনাদের সিএসও-র দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে সহায়তা নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে
- সেবাগুলো পেতে সাহায্য করুন - যেমন পরিবহনের ব্যবস্থা করা
- সামাজিক সহায়তা এবং কাছের মানুষদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিন

মনে রাখবেন, আপনি যে সাড়া প্রদান করবেন সেটা আপনি যার সাথে কথা বলছেন তার উপযুক্ত হতে হবে:

অভিযোগকারী শিশু অথবা বয়স্ক ব্যক্তি হতে পারেন, তার দৃষ্টি বা শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা অথবা মানসিক প্রতিবন্ধিতা থাকতে পারে, অথবা তিনি মানসিক ট্রমা পেয়ে থাকতে পারেন।

অভিযোগকারী কোন ভাষায় কথা বলতে সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন তা বিবেচনা করুন এবং যেখানে সম্ভব, সেই ভাষায় দক্ষ ব্যক্তির সাথে তাদের সংযোগ করিয়ে দিন।

রিপোর্ট গ্রহণ করার সময়, মানুষকে শান্ত হতে সাহায্য করা এবং তাদের পেশাদার সেবা ও অন্যান্য যারা সাহায্য করতে পারেন তাদের সাথে সংযোগ করিয়ে দেওয়ার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিন।

রিপোর্ট গ্রহণ করার সময় কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়

কোনো ব্যক্তি যখন এসইএএইচ-এর রিপোর্ট করবেন তখন তার সাথে কথা বলার সময় কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয় তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল :

কী করা উচিত

- [ ] মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনুন
- [ ] আপনাকে বিষয়টি জানানো যে ঠিক হয়েছে সে ব্যাপারে আশ্বস্ত করুন
- [ ] যদি চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন হয় তাহলে অবিলম্বে সাহায্যের ব্যবস্থা করুন
- [ ] আপনি যে রিপোর্টটি আপনার ব্যবস্থাপক/আপনাদের সিএসওর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে পাঠাবেন সেটা তাদের জানান
- [ ] যদি চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন হয় তাহলে অবিলম্বে সাহায্যের ব্যবস্থা করুন
- [ ] অভিযোগকারী আপনাকে যা কিছু বলছেন তা নথিভুক্ত করুন
- [ ] আপনার নিজের সহায়তার প্রয়োজন হলে সেটার ব্যবস্থা করুন

কী করা উচিত নয়

- [ ] ঘটনাটি নিজে মোকাবেলা করার চেষ্টা করা
- [ ] আপনি যে জবাব শুনতে চাইছেন তার ইঙ্গিত দিয়ে প্রশ্ন করা অথবা তথ্য জানার জন্য চাপ দেয়া
- [ ] আপনি যে জবাব শুনতে চাইছেন তার ইঙ্গিত দিয়ে প্রশ্ন করা অথবা তথ্য জানার জন্য চাপ দেয়া
- [ ] আচরণ বা অভিযোগের গুরুত্বকে ছোট করে দেখা
- [ ] তথ্য নিজের কাছে চেপে রাখা এবং অন্য কোনো ব্যক্তি এই তথ্য জানতে পারবেন না এমন প্রতিশ্রুতি দেয়া
- [ ] কথা বলাকালীন থামিয়ে দেয়া
- [ ] যার নামে অভিযোগ করা হয়েছে তিনি আপনার বন্ধু বলে তথ্য নিজের কাছে চেপে রাখা
- [ ] কেসটি কীভাবে এগোবে সে বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়া

অভিযুক্ত ব্যক্তির সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব

যদিও সার্ভাইভারকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ, তবে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের কর্মী হন তবে তার সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। সেই পরিস্থিতিতে:

- সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মানব সম্পদ বিভাগের নীতিমালা ও পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করুন
- গোপনীয়তা বজায় রাখুন
- সমগ্র প্রক্রিয়াটির ব্যাপারে তাদের তথ্য প্রদান করুন এবং তাদেরকে এই ব্যাপারে অবগত রাখুন
- কিছু অনুমান করবেন না বা বিচার করবেন না
- অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে বৈষম্য করবেন না